দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 7.2.86 ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... h ...

বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত রাখতে ছাত্র ব্রিগেড গঠিত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ীভাবে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গতকাল বৃহস্পতিবার ছাত্র ব্রিগেড গঠন করেছে। আজ থেকে ছাত্র ব্রিগেডের কাজ শুরু হবে।

গতকাল বিকেলে মধুর ক্যান্টিন প্রাঙ্গণে আয়োজিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক সমাবেশে ছাত্র ব্রিগেড গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। 'স্বৈরাচার বিরোধী' আন্দোলনের শহীদ রাউফুন বসুনিয়া, কাজী দেলোয়ার ও ইব্রাহিম সেলিমের নামে ৩টি ব্রিগেড গঠন করা হয়েছে। শহীদ বসুনিয়া ব্রিগেড কবি জসীমউদ্দীন হল, সূর্যসেন হল, মোহসীন হল ও এফ, রহমান হল এলাকায়; শহীদ দেলোয়ার ব্রিগেড জহুরুল হক হল, এস, এম, হল; জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হল এবং শহীদ সেলিম ব্রিগেড ফজলুল হক হল, শহীদুল্লাহ হল ও কার্জন হল এলাকাকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার দায়িত্ব পালন করবে।

প্রতিটি ব্রিগেডে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ১৪টি সংগঠনের প্রতিটি থেকে ১০জন করে কর্মী পালাক্রমে সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে। সংগ্রাম পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছাত্র সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ ব্রিগেডগুলোর দায়িত্বে থাকবেন। ব্রিগেড সদস্যদের সংগ্রাম পরিষদের ক্যাপ ও ব্যাজ থাকবে।

আখতারুজ্জামান

সমাবেশে ছাত্র নেতা আখ-

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃদ্রঃ)

ছাত্র ব্রিগেড গঠিত

(১ম পাতার পর)

তারুজ্জামান বলেন যে, সংগ্রাম পরিষদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের কবল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করেছে। তিনি বলেন, সাধারণ ছাত্র সমাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 'স্বৈরচারী সরকারের' বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নিচ্ছে। সাধারণ ছাত্রসমাজই সন্ত্রাস প্রতিহত করার লক্ষ্যে সবচেয়ে জোরালো হাতিয়ার।

আখতারুজ্জামান বলেন, ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসেও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছিনতাই-রাহাজানিসহ অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিহত করার জন্য ছাত্র ব্রিগেড গঠন করেছিল।

তিনি বলেন, এবারের ছাত্র ব্রিগেড গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত রাখা। ছাত্র ব্রিগেড ক্লাস রুমের স্বাভাবিকতা ও হলসমূহে শান্তি বজায় রাখার জন্য কাজ করে যাবে।

ব্রিগেড সদস্যদের হাতে কোন অস্ত্রধারী ধরা পড়লে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের হাতে তুলে দেয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আখতারুজ্জামান ঘোষণা করেন যে, দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ব্রিগেড গঠন করে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের প্রতিরোধ করবে।

সমাবেশে ঘোষণা করা হয় যে, আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারীর পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসশেষে বিকেলে গণসংগীত ও গণ নাটকের আয়োজন করে সাংস্কৃতিক তৎপরতাকে জোরদার করা হবে।

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারীর পর বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে বলে আখতারুজ্জামান ঘোষণা করেন।

ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে কমিটি হবে

গত বুধবার সাড়ে ১১টায় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের কার্যালয়ে প্রভোস্টদের সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আবাসিক হলগুলোতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রভোস্টের নেতৃত্বে শিক্ষক-ছাত্র সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হবে। সকালে এস, এম হলের পরিস্থিতি শান্ত করে ফিরে এসে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিভিন্ন আবাসিক হলের প্রভোস্টদের নিয়ে সভা করেন। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, বিভিন্ন হলে যেসব ছাত্র সীটের বরাদ্দ পেয়েও সীটের দখল পায়নি, তারা যাতে সীটের দখল পায় সেই লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।